



222148 - ডায়াবটিসি ও ব্লাড প্রসোর আক্রান্ত রোগী রমযানে রোযার ক্ষত্রে কী করবনে?

প্রশ্ন

কোন মুসলমি সুস্থ থাকা সত্বেও রমযানে যে দিনগুলোর রোযা ভঙেগছেন সে রোযাগুলোর কি ফদিয়া দিতে পারবনে? যহেতে তনি ডায়াবটিসি ও ব্লাড প্রসোর আক্রান্ত। তনি কি একজন মসিকীনকে একবার খাওয়াবনে; নাকি দুইবার? তনি দেশে বাইরে থাকনে। এক মাসে ছুটিতে নজি দেশে এসছেন।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

এক:

ডায়াবটিসি ও ব্লাড প্রসোর রোগীরা সবাই একই স্তরে নয়। বরং ডাক্তারেরো তাদরেকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করে থাকনে। তাদরে মধ্যে কউে আছেন ডাক্তারি পরামর্শ মতোবকে চললে নরিপদে রোযা রাখতে পারনে। আর কউে আছেন রোযা রাখতে পারনে না।

তবে, কারো যদি ডায়াবটিসি ও ব্লাড প্রসোর একত্রে থাকে সক্ষেত্রে ঐ রোগীর জন্য রোযা রাখা অধিকতর কঠনি হয়ে যায়।

উপরোক্ত তথ্যে ভিত্তিতে বলা যায়, এ রোগীর ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করা উচিত এবং ডাক্তারের উপদেশে মতোবকে রোযা রাখা বা ভাঙা উচিত। কারণ সব ধরণে রোগের জন্য রোযা ভাঙার অনুমতি নই। যমেনটি ইতপূর্বে 1319 নং প্রশ্নোত্তরে উল্লেখ করা হয়েছে।

দুই:

যহেতে ডায়াবটিসি ও ব্লাড প্রসোর স্থায়ী রোগ (Chronic diseases) তাই এ রোগদ্বয়ের কারণে যে রোগী রোযা ভাঙনে অধিকাংশ ক্ষত্রে তনি সে রোযার কাযা আর কখনও পালন করতে পারবনে না। সে কারণে তার উপর ফরয হচ্চে- প্রতদিনে রোযা ভাঙার বদলে একজন মসিকীনকে খাওয়ানো; তাকে কাযা পালন করতে হবে না।

“খাওয়ানো” দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্চে এক বলোর খাবার খাওয়ানো। অসুস্থ ব্যক্তরি এ স্বাধীনতা রয়ছে যে, তনি নিজে খাবার



প্রস্তুত করে মসিকীনকে ডেকে খাইয়ে দিতে পারনে, কংবা রান্না করা বা কাঁচা খাবার তাকে দিয়ে দিতে পারনে। এ তনিটির কোন একটি করলে একজন মসিকীন খাওয়ানো হল এবং তনিতির উপর আবশ্যকীয় আমলটি পালন করলনে। ইতপূর্বে 49944 নং প্রশ্নোত্তরে এ ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।